'স্নান করবার তরে, বাসুদেবে লয়ে নীরে,
হারা'লেম বাসুদেব রায়'।।
রামকান্ত ধীরে ধীরে, গিয়া পুকুরের তীরে,
অতঃপর জলে নামিলেন।
জলমধ্যে দাঁড়াইয়া, বাসুদেবের লাগিয়া,
পদ দিয়া তল্লাস করেন।।
ব্রাহ্মণেরা বলে রাগি, 'দুরাচার রে বৈরাগী,
পা দিয়া তালাসে বাসুদেবে?
মুনি ঋষি করে ধ্যান, ব্রহ্মা করে ব্রহ্ম জ্ঞান,
কমলা যাঁহার পদ 'সেবে।
বাসুদেব কক্ষমধ্যে, রামকান্ত বামপদে,
ঠেলে ফেলে পুকুরের পার।
হাতে ধরি লয়ে কোলে, বাসুদেবে ডেকে বলে,
'হারে বাসু কি মন তোমার?
ব্রাহ্মণ-বাড়ী রহিবে, কিম্বা মম সঙ্গে যাবে,
হাস্য মুখে কহ তো আমায়।'
বাসুদেব হাস্য করে, দ্বিজগণ সবে হেরে,
হাসি লুকায় বিদ্যুতের ন্যায়।।
রামকান্ত কুতূহলে, দ্বিজগণে ডেকে বলে,
'বাসুদেব আমার দেবলা।
না রহিবে দ্বিজালয়, মোর সঙ্গে যেতে চায়,
আমার যে হ'তে চায় চেলা'।।
ব্রাহ্মণেরা ছিল রুষি, দেবলা মুখেতে হাসি,
দেখে আর নাহি সরে বাক্।
বলে 'ওরে রামকান্ত, তোর ভক্তি একান্ত,
তোর বাসু তুই নিয়ে রাখ্।।'
বাসুদেব রামকান্ত, মহিমার নাহি অন্ত,
লীলামৃত মাধুর্য্যের সার।
পাগলচন্দ্র আদেশে, হরিচাঁদ-কৃপা লেশে,
কহি কবিরায় সরকার।।

বাসুদেব ও রামকান্ত গোস্বামীর লীলামাধুরী

বাসুদেবে নিতে আসে বহু শিষ্যগণ।
কান্ত বলে 'না শুনিয়া বলি কি বচন?
ইচ্ছাময় বাসু যদি না যান ইচ্ছা করি।
বাসুর হইয়া 'বাসো' যাইবারে পারি।।
এতবলি বাসুর নিকটে কান্ত গিয়া।
শিষ্যগণ নিকটেতে বলিত আসিয়া।।
কাহাকে বলিত 'বাপু! যাওয়া হ'বে না।
আমার পরাণ বাসু কিছু কহিল না।।
কেহ কেহ আসা মাত্র অমনি যাইত।
কেহ কেহ এলে তা'কে 'যাইব' কহিত।।
বাসুদেবে কোলে করি শিষ্যবাড়ী যে'ত।
গুন্‌গুন্ বাসু-গুণ সদায় গাহিত।।
বাসুদেব ইচ্ছা করে তরণীতে যেতে।
কান্তের হইল মন তরণী গড়িতে।।
চারিজন শিষ্য দিল নিযুক্ত করিয়া।
বাওয়ালীরা যেতে ছিল বাওয়াল লইয়া।।
'চকে' গিয়া দিত বাসুদেবের দোঁহাই।
নির্ব্বিঘ্নে বাওয়াল করি এসেছে সবাই।।
বাসুদেব নৌকা গড়িবেন জানাইল।
বাওয়ালীরা বড় এক গাছ দিয়া গেল।।
সেই গ্রামে ভক্ত এক কর্ম্মকার ছিল।
লাগিল যতেক লোহা সব সেই দিল।।
তরণী গঠিত হইল জয় জয় ধ্বনি।
নাম হ'ল বাসুদেবের পান্‌সী তরণী'।।
নৌকায় চড়িয়া মাত্র যায় দু' গোঁসাই।
বাসুদেব রামকান্ত আর কেহ নাই।।
ছাপ্পর বাঁধিয়া মধ্যে থাকেন বসিয়া।
রামকান্ত বাসুদেব একত্র হইয়া।।